ভোররাত্তিরের দেবী

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

প্রতি বসন্তের শেষে ফি-বছর গ্রীষ্মের প্রথমে
অর্জুনের ফুল ফোটে, মধু-মধু গন্ধ, বেশ কড়া—
এ-বছর কী করে যে সেই গন্ধে তুমি মিশে গেলে

গেলে যাও, যা যা খুশি, পয়সা আছে পারফিউম বদলাও
আমি কিন্তু বুঝে গেছি
বেশি দিন এভাবে চলবে না
ছোট্ট এই শহরের যত্রতত্র অর্জুন ফুটেছে
যেখানেই যাই দেখি দিনরাত জ্যোৎস্নার আবহ
হাত-পা-মুখ-মাথাহীন কী যে একটা
ফুলে ফুলে উঠেছে, তাকে
তুলব না আছাড় মারব, বলো, প্লিজ,
ছলনা কোরো না

৯

সে-দিন সমুদ্রে খুব হাওয়া ছিল, হাওয়ার আর্দ্রতা;
সে-দিন সমুদ্রে খুব মনখারাপ—
পনেরো বছর আগে সমুদ্রে সে-দিন কালো নীল ছায়া

সমুদ্র ছাড়া কি আর কিছু ছিল কন্যাকুমারীতে?
কুমারী কন্যার কালো অশ্রুপাথরেরা কোনোদিন বেঁচে ছিল?
তুমি ছাড়া আর কিছু, আর কেউ কন্যাকুমারীতে?

তোমাকে, আশ্চর্য, এক শাড়ি পরা ছোটো ঢেউ বলে মনে হয়;
কে যেন ও-পার থেকে ঠেলে পাঠিয়েছে এত দূরে
হাসছ না কাঁদছ না শুধু দূরে সরে সরে যাচ্ছ

শৈশবের গ্রাম যেন— আহত, করুণ

১৪

প্ল্যানেটরিয়ামে রাত্রি। ঝুলন্ত আকাশ।
ক-কোটি নক্ষত্র, দেখো, চেয়ে আছে, তবু কিছু
দেখতে পাচ্ছে না। আমিও তোমাকে দেখছি—
যেন একটা নীল অন্ধকার; আমি খুব চেপে ধরছি,
পাঁজরে টানটান

সীমা, বলো, ফুরোবে না এই রাত্রি, নক্ষত্রের বিভা
বলো, এই অন্ধকারে, অথই চুম্বনে আমরা জেগে থাকব
প্রদীপ জ্বালব না।
সীমা, আমরা কোনোদিন সমাজে ফিরব না, চলো,
শুয়ে থাকব মর্গে, পাশাপাশি

২০

আবার তোমার কাছে যাব বলে অজুহাত খাড়া।
টিকিটও কেটেছি, সেই এস. এল. ৩১। জ্যোৎস্না ভেদ করে
যাব, একা একটা গোটা ট্রেন, সারা রাত, ঝমাঝম যাওয়া

এসব বলছি বলে ভেবো না টিকিট হয়নি, যাচ্ছি ঠিক, প্রোগ্রাম কনফার্ম।
শুধু ভাবছি
এরকম তো কতবার গেছি আমি একা একা ট্রেনে বাসে পায়ে হেঁটে
তবু কি পৌঁছোতে পারছি? পেরেছি কি? সীমা, ঠোঁট ওঠাও

একটি বার অবরোধ তোলো

২৫

মেঘ, মেঘ, দমবন্ধ তাপ; তবু মাঝে মাঝে ঝলসাচ্ছে শরৎ।

পুকুরের জলে দেখো, কী অদ্ভুত রং, যেন সত্যি-সত্যিই দেখা হল আজ
দোলনা পাতা হল আর দিগ্‌বিদিক ভেঙে এল হাওয়া
কোথাও তো নদী নেই, নৌকো নেই, মাঝিমাল্লা নেই
তবু এত নদীর আবহ, তুমি সত্যি-সত্যি ভালো আছ, সীমা?

ঝগড়া করনি তো? কিংবা বকাঝকা প্রিয় ছাত্রটিকে?
আজ খুব জ্যোৎস্না, আজ গুমোট গরম, সীমা, ফোন করবে একটি বার রাতে?

২৭

এসো আজ পথে পথে, বৃষ্টি ছাড়া অন্য কেউ নেই
ছাতার তলায় এসো, বাঁ-দিকটা কি ভিজছে? উঁহু, ভিজছ কেন
ধরো না আমাকে। কেউ তো দেখছে নো,
রাস্তা অদ্ভুত নির্জন। দু-একটা সাইকেল যাচ্ছে, ক্বচিৎ মারুতি—
ওরা তো একাই দেখছে, গৃহী অধ্যাপক—বাড়ি ফিরছে, একটু আঁতেল।
এমন তো রোজই ফেরে, আজ শুধু বৃষ্টি ঝিরিঝিরি

ওরা তো জানে না, আজ এ-পার ও-পার ভেঙে পদ্মা ও জলাঙ্গি মিশে গেছে।

৪১

কার্নিশে অনেক ফুল—পিটুনিয়া, স্প্যাঞ্জি, ফ্লক্স
ছোটো বড়ো মাঝারি ডালিয়া
বউ লাগিয়েছে, আমি মাঝে মাঝে জল দেওয়া ছাড়া
কিছুই করি না, তবু, চুপি চুপি সব ফুল তোমাকেই উৎসর্গ করেছি

একদিন চলে এসো, দুদ্দাড়, সন্ধের বাগানে
দেখবে—আর কিছু নেই, শুধু একটি আশ্চর্য গোলাপ
তোমার জন্যই আছে
একা আর বিষাদে উজ্জ্বল

এরপর ঘরে এসো, একটি বার, পোর্টিকো পেরিয়ে
দেখবে আমরা কেউ নেই, ফাঁকা ঘর, শান্ত সাদা আলো

পাখা চলছে মাঝারি গতিতে

৫৫

আলাদা সংসারে আছে, অন্য বাড়ি, অন্য মানিব্যাগ

আলাদা শরীর নিয়ে শুরু সেই ষাটের দশকে
তারপর জি.টি. রোড
তারপর শাল বনের বাঁধা

জাগতে আর ইচ্ছে হয় না— ভাবি এই ঘুমের ভেতর
বর্ষা আর মৃত্যু আর হইহই উড়ন্ত শিশুরা
সাঁকো পার হয়ে এই বিছানায় দুদ্দাড় আসুক

যুদ্ধের পোশাক রাখো, সব যুদ্ধে হেরে গেছি,
ফাইনাল ডিফিট
চাঁদও আজ ডুবে যাচ্ছে সাল বনের -পারে আড়ালে
সীমা, সংসার পাতবে না?

সৃষ্টিসন্ধান